দর্শনা কলেজপাড়া ঈদগাঁ কমিটির আয়োজনে ইফতার মাহফিল

দর্শনা কলেজপাড়া ঈদগাঁ কমিটির আয়োজনে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার দর্শনা সরকারি কলেজ একাডেমি ভবনের সামনে এ ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

কলেজপাড়া ঈদগাঁ কমিটির সভাপতি ও জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম তরফদারের সভাপতিত্বে ইফতার মাহফিলে অংশ নেন দর্শনার সাবেক মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, ঈদগাঁ কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাবেক অধ্যক্ষ আজিজুর রহমান, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসান, সাবেক শ্রমিক নেতা আতিয়ার রহমান আতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার হোসেন, সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা খালিদ হোসেন এবং দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি হারুন অর রশিদ।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আব্দুল গনি মাস্টার, ইদ্রিস আলী, মিরাজ উদ্দিন ও রাজু নাতি প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন নাজমুল হুদা।

জন্মগত প্রতিবন্ধী অসহায় মুসলিমার প্রতি বিত্তবানদের সহায়তার আহ্বান

জন্মগত প্রতিবন্ধী অসহায় মুসলিমা খাতুনের জন্য মানবিক সহায়তার আহ্বান জানিয়েছেন তার পরিবার ও স্থানীয়রা।

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়া গ্রামের মৃত ছাকারদ্দীন ও মৃত বিলকিস রাবেয়ার মেয়ে মুসলিমা খাতুন জন্মগতভাবে প্রতিবন্ধী। বর্তমানে তার বয়স প্রায় ৩৮ বছর। দীর্ঘদিন ধরে মা- বাবাহীন অবস্থায় মানবেতর জীবনযাপন করছেন তিনি।

জানা যায়, মুসলিমা খাতুন খুব ছোট বয়সেই মায়ের স্নেহ হারান। তার মা বিলকিস রাবেয়া দীর্ঘদিন ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত থাকার পর ২০০০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। মায়ের মৃত্যুর পর বাবার স্নেহেই কোনোভাবে দিন কাটছিল। কিন্তু ২০০৯ সালে তার বাবা ছাকারদ্দীনও মারা যান। এরপর থেকে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়েন মুসলিমা।

মা-বাবার মৃত্যুর পর প্রায় ২৩ বছর ধরে তিনি মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়নের শিমুলতলা গ্রামে তার নানাবাড়িতে বসবাস করছেন। সেখানে বৃদ্ধ নানির তত্ত্বাবধানে কোনোভাবে দিন পার করছেন। তবে বয়সের ভারে নানি এখন আর আগের মতো দেখাশোনা করতে পারেন না। ফলে প্রতিবন্ধী মুসলিমার জীবনযাপন দিন দিন আরও কষ্টকর হয়ে উঠছে।

জন্মগত প্রতিবন্ধকতার কারণে মুসলিমা খাতুন স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারেন না এবং কোনো ধরনের কাজ করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। নিজের জীবিকার কোনো উপায় না থাকায় অন্যের সহানুভূতি ও সাহায্যের ওপর নির্ভর করেই তার দিন কাটছে। আর্থিক সংকটের কারণে চিকিৎসা, খাবার ও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জোগাড় করতেও তাকে চরম কষ্টে পড়তে হচ্ছে।

স্থানীয়দের মতে, সামান্য সহযোগিতা ও সমাজের মানবিক মানুষের সহায়তা পেলে মুসলিমা খাতুনের জীবন কিছুটা হলেও স্বস্তি পেতে পারে।

মুসলিমার ভাই সেলিম বাবু সমাজের বিত্তবান ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক ও মানবিক সংগঠনসহ সকল হৃদয়বান মানুষের কাছে অসহায় জন্মগত প্রতিবন্ধী মুসলিমা খাতুনের পাশে দাঁড়ানোর জন্য মানবিক সহায়তার আহ্বান জানিয়েছেন।

এলাকাবাসীর আশা, মানবিক সহায়তা পেলে অসহায় মুসলিমা খাতুনের জীবনে নতুন করে বাঁচার আশা জাগবে।

আলমডাঙ্গায় ডাকাতি প্রস্তুতি মামলার দুই আসামি গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে ডাকাতি প্রস্তুতি মামলার সঙ্গে জড়িত দুই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) শীতর বিশ্বাস সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ থানার বিভিন্ন এলাকায় গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিল ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় আলমডাঙ্গা থানাধীন রুয়াকুলি গ্রামের বদরগঞ্জ মাঠে মো. লোকমানের কাঁঠাল বাগানের সামনে চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গা সড়কের ওপর সমবেত হয়ে ডাকাতি প্রস্তুতির ঘটনার সঙ্গে জড়িত মামলার দুই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন আসাননগর গ্রামের আকমল হোসেনের ছেলে মো. খোরশেদ (৩০) এবং আলমডাঙ্গা পৌরসভার কোর্টপাড়া এলাকার আব্দুস সালামের ছেলে শরিফুল ইসলাম (২৬)।

বুধবার (১১ মার্চ) ভোর ৪টার দিকে আলমডাঙ্গা থানাধীন সাদাব্রীজ মোড় এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। পরে আলমডাঙ্গা থানার মামলা নং-৩৪, তারিখ ২৮/০৮/২০২৫ খ্রি., ধারা ৩৯৯/৪০২ পেনাল কোডে তাদের বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় দায়সারা ভাবে জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উদযাপিত ?

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় নাম কাওয়াস্ত হ য ব র ল ভাবে জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উদযাপিত হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার মার্চ বেলা ১১ টায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে সারা

দেশের ন্যায় “দুর্যোগ প্রস্তুতে লড়ব, তারুণ্যের বাংলাদেশ গড়ব”-এই প্রতিপাদ্যে উপজেলা প্রশাসন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কার্যালয়ের আয়োজনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উবায়দুল রহমান সাহেলের সভাপতিত্বে “জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস” উদযাপিত করা হয়।

উপজেলা পরিষদের গুটিকয়েক কর্মকর্তা ও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কার্যালয়ের প্রশিক্ষনার্থীদের নিয়েই সরকারের এ জনগুরুত্বপূর্ণ দিবসটি পালন করা হয়। দিবসটিকে ঘিরে তড়িঘড়ি করে নামমাত্র পালন করা হয়েছে র্যালি,আলোচনা সভা ও মহড়া। অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্টদের পক্ষ থেকে স্থানীয় কোন সাংবাদিকে জানানো হয়নি, ফলে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন সাংবাদিক নেতা সহ গণমাধ্যম কর্মীরা।

স্থানীয় সচেতন মহলের ভাষ্য,সরকারি নির্দেশনায় জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবসেরগুরুত্ব তুলে ধরতে র্যালি, আলোচনা সভা ও মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। যেহেতু এ ধরনের অনুষ্ঠানে জনসাধারণকে ভূমিকম্প অগ্নি নির্বাপন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করতে সহায়তা করে।ফলে অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্টদের সর্বশ্রেনীর মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরি ছিলেন,যদিও এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। ফলে সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মুরশেদ বীন ফয়সাল (তানজীর) বলেন, সরকারি যে কোনো জাতীয় অনুষ্ঠান জনকল্যাণের জন্যই হয়ে থাকেন।ফলে জনসচেতনতা বাড়াতে সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাটাও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। কাজেই এ ধরনের অনুষ্ঠানে সরকার উদ্দেশ্য গুরুত্বপূর্ণ। ফলে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সকলের।

তিনি আরো বলেন, এ ধরনের অনুষ্ঠানে সাধারণত স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, সাংবাদিক ও জনসাধারণের অংশগ্রহণ থাকবার কথা। যদিও তা ছিলেন না, উপস্থিত সংখ্যাও ছিলেন নগণ্য। পাশাপাশি সংশ্লিষ্টদের কারো পক্ষ থেকেই স্থানীয় কোন সাংবাদিক কিংবা সাংবাদিক নেতাদের কাউকেই এ বিষয়ে জানানো হয়নি, যা দুঃখজনক।

দামুড়হুদায় ‘ওরা বন্ধু সংঘ’র ঈদ সামগ্রী উপহার বিতরণ

দামুড়হুদা উপজেলা সদরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘ওরা বন্ধু সংঘ’ এর উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে দামুড়হুদা উপজেলা সদরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘ওরা বন্ধু সংঘ’ এর উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচিরকার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নে ৭৫ জন বিধবা, অসহায়, প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক দিনমজুর নারী-পুরুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী উপহার বিতরণ করা হয়েছে। স্থানীয়রা সংগঠনের এমন মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় উপজেলার সীমান্তবর্তী কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের পিরপুরকোল্লা গ্রামে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে এই ঈদ সামগ্রী উপহার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মো. মুরশেদ বীন ফয়সাল (তানজির)। প্রদত্ত ঈদ সামগ্রীর মধ্যে ছিল সেমাই, চিনি, সুজি, দুধ, সাবান, শ্যাম্পু, আলু, ডালডা প্রভৃতি।

ঈদ সামগ্রী উপহার হাতে পেয়ে ভালোবাসায় অভিভূত একাধিক উপকারভোগী জানান, ঈদ উপলক্ষে যে উপহার ও ভালোবাসা আমরা পেলাম তা আমাদের জন্য অনেক। যাদের আয়োজনে আজকের এই উপহার হাতে পেলাম, আল্লাহতালা তাদের ভালো রাখুন।

‘ওরা বন্ধু সংঘ’-এর সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক, প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি ও দৈনিক সমকালের জেলা প্রতিনিধি মিরাজুল ইসলাম মিরাজের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার আক্তারুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার সালাউদ্দিন আহমেদসহ উপকারভোগীরা।

সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মো. মুরশেদ বীন ফয়সাল (তানজির) বলেন, সরাসরি উপস্থিত থেকে আপনাদের হাতে সামান্য এই উপহার তুলে দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। ২০০৩ সালে সংগঠনের যাত্রা শুরুর পর থেকে অদ্যাবধি সমাজের উন্নয়ন ও কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে ‘ওরা বন্ধু সংঘ’।

তিনি আরও বলেন, সমাজের কয়েকজন মানুষের সহযোগিতায় সংগঠনটি

শীতবস্ত্র বিতরণ, ঈদ সামগ্রী বিতরণ, মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণ প্রদান, রক্তদান কর্মসূচি, বৃক্ষরোপণ ও ঈদবস্ত্র বিতরণসহ বিভিন্ন মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়েই আজকের এই আয়োজন।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, উপস্থিত সবাই সংগঠনের এই ভালোবাসার উপহার সাদরে গ্রহণ করে ভবিষ্যতেও সংগঠনের কল্যাণে পাশে থাকবেন এবং সংগঠনের সকল সদস্যদের জন্য দোয়া করবেন।

দামুড়হুদায় গণহত্যা ও স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

দামুড়হুদায় ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস ও ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১১টায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে এ প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেলের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহিন আলম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মোহা. মশিউর রহমান, কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নীলিমা আক্তার হ্যাপি, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই সাইফুল ইসলাম, দর্শনা থানার এসআই আশিক, উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, উপজেলা জামায়াতে ইসলামের আমির নায়েব আলী, সেক্রেটারি আবেদ উদ দৌলা টিটন, উপজেলা মডেল মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মুফতি মামুনুর রশীদ, বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

প্রস্তুতি সভায় ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস ও ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস যথাযথ মর্যাদায় জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালনের বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেল সরকারের গৃহীত বিভিন্ন আলোচ্য বিষয় ও কর্মসূচি তুলে ধরেন এবং সভায় উপস্থিত অতিথিদের কাছ থেকে মতামত আহ্বান করেন।

এ সময় উপস্থিত অতিথিবৃন্দের মতামতের ভিত্তিতে দিবস দুটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

আলমডাঙ্গায় “আমরা ক’জন” বন্ধু সংগঠনের উদ্যোগে ঈদ উপহার বিতরণ

আলমডাঙ্গায় “আমরা ক’জন” বন্ধু সংগঠনের উদ্যোগে অসহায় ও দুস্থ মানুষের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে মানবতার সেবায় “আমরা ক’জন” বন্ধু সংগঠনের উদ্যোগে অসহায় ও দুস্থ মানুষের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটার দিকে আলমডাঙ্গা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে এই মানবিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হাট বোয়ালিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজের সহকারী অধ্যাপক কবি আসিফ জাহান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইলিয়াস হোসেন।

তিনি বলেন, মানবতার সেবায় মানুষের সেবা করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। ঈদ মানেই আনন্দ, কিন্তু আমাদের আশপাশে এমন কিছু মানুষ আছেন যারা এই ঈদে আনন্দ করতে পারেন না। তাদেরকে একটু আনন্দ দিতে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। আশা রাখি, ভবিষ্যতেও আমাদের এই সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

হারদী এমএস জোহা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মিজানুর রহমানের পরিচালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন “আমরা ক’জন” বন্ধু কমিটির সদস্য মো. শামসুল আলম, আব্দুর রাজ্জাক মন্টু, এনামুল হক বাচ্চু, আনোয়ারুল ইসলাম, আব্দুল মালেক, এনামুল হক, মঞ্জুরুল ইসলাম লিটু, মহসিন কামাল প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের সভাপতি কবি আসিফ জাহান বলেন, আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস আগামী দিনে আরও বৃহৎ আকারে প্রতিফলিত হোক। বিত্তবানদের মাঝে উৎসাহ সৃষ্টি হোক, যেন অসহায় মানুষের পাশে সাহায্যের হাত প্রসারিত হয়।

দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন পরাগপুর মাদ্রাসার শিক্ষক হাফেজ মাওলানা আব্দুল কাদের। আলোচনা সভা শেষে ৩০ জন অসহায় ও দুস্থ মানুষের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গায় কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণ বিতরণ

আলমডাঙ্গায় কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলমডাঙ্গা কৃষি অফিসে যশোর অঞ্চলের টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় এই কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়।

নিরাপদ উচ্চমূল্যের মসলার প্রদর্শনীতে কৃষকদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের বীজ বিতরণ করা হয়। এ প্রদর্শনীতে আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাসুদ হোসেন পলাশের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত উপপরিচালক কৃষিবিদ কৃষ্ণ রায়।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার কৃষিবিদ সাইফুল্লাহ মাহমুদ, সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার ডিপ্লোমা কৃষিবিদ মো. আব্দুস সামাদ এবং উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ডিপ্লোমা কৃষিবিদ মো. আশরাফুল আলম।

কৃষি উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে মোট ১৩৫ জন কৃষকের মাঝে উচ্চমূল্যের

বিভিন্ন বীজ বিতরণ করা হয়। কৃষকদের মাঝে দেওয়া হয় কাকরোল ১০টি, করলা ১০টি, চিচিঙ্গা ১০টি, লতিকচু ১০টি, মুখিকচু ১০টি, গ্রীষ্মকালীন টমেটো ১০টি, আদা ৯টি, হলুদ ৮টি, মরিচ ৪টি, মাশরুম ৩টি, গ্রীষ্মকালীন তরমুজ ১০টি, লিচু ৩টি, আম ৪টি, কলা ৩টি, পেঁপে ৪টি, কুল ১০টি, ড্রাগন ১টি, কৃষি প্রযুক্তি গ্রাম ৩টি, ভার্মি কম্পোস্ট ১০টি এবং ট্রাইকো কম্পোস্ট ৩টি।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, বর্তমান সরকার কৃষিপণ্যের ওপর বিশেষ নজর দিয়েছে। সকল প্রকার কৃষি ফসলের পাশাপাশি উচ্চমূল্যের মসলা, ফল ও মাশরুম চাষের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কৃষকদের উৎসাহিত করতে এ ধরনের প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আত্মনির্ভরশীল কৃষক পরিবার একটি উন্নয়নশীল দেশ গড়তে সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখবে।

চুয়াডাঙ্গায় জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গায় জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বেলা ১২টায় জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে এ সভার আয়োজন করে জেলা প্রশাসন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন। সভার শুরুতেই গত সভার সিদ্ধান্তের কার্যক্রম নিয়ে উপস্থাপন করেন সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আলাউদ্দিন আল আজাদ। এরপর জেলার বাজার পরিস্থিতি, বিভিন্ন পণ্যের দাম বৃদ্ধি এবং বাজার মনিটরিং জোরদার নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় জেলার বিভিন্ন ফার্মেসিগুলোতে মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রয়, নিষিদ্ধ ঔষধ ও ফিজিশিয়ান স্যাম্পল বিক্রয় রোধকল্পে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় কঠোর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। সভায় বিদেশি পণ্যের প্যাকেটে বা কৌটায় আমদানিকারকের সিল থাকতে হবে বলে

জানানো হয়। মাহে রমজানের ইফতারি পণ্য ও রোজার বাজার পরিস্থিতিতে মনিটরিং জোরদার করতে হবে। ঈদের বাজারদর অস্বাভাবিক হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। সেই সঙ্গে ঈদ শপিংমলে জামা- কাপড়ের দাম স্বাভাবিক রাখা নিয়েও আলোচনা সভায় উঠে আসে।

সভায় জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন বলেন, ‘ঔষধের দোকানে জরিমানা হবে কঠোরভাবে। অনিয়ম পেলে জেল-জরিমানা দিতে হবে ফার্মেসি মালিকদের। কোনো ফার্মেসিতে যদি নকল ঔষধ ও স্যাম্পল থাকে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে জরিমানার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। চোরাই ঔষধ ধরা পড়লে ছাড় না দিয়ে জেল দিতে হবে। ভোক্তা অভিযানে জরিমানায় ৫ হাজার টাকা করলে হবে না, জরিমানা করতে হবে লাখ টাকা। রমজান মাস উপলক্ষে নিত্যপণ্যের বাজার স্বাভাবিক রাখতে হবে। সেই সঙ্গে ঈদ শপিংমলেও জামা-কাপড়ের দাম স্বাভাবিক রাখার জন্য ব্যবসায়ীদের আহ্বান জানাচ্ছি।’

এসময় সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) নয়ন কুমার রাজবংশী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (তথ্য ও আইসিটি) বি. এম. তারিক-উজ-জামান, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান, নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা সজীব পাল, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা রাশেদুজ্জামান, জেলা দোকান মালিক সমিতির আহ্বায়ক মঞ্জুরুল আলম মালিক লার্জ, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি নাজমুল হক স্বপন, পৌরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর নার্গিস জাহান প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় সাপের কামড়ে তিন বছরের শিশুর মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় সাপের কামড়ে নুসাইবা (৩) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার বারাদী ইউনিয়নের অনুপনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত নুসাইবা অনুপনগর গ্রামের কামরুল মিয়ার মেয়ে। গতকাল সোমবার দুপুরের দিকে এ ঘটনা ঘটে।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, দুপুরে বাড়ির আশপাশে খেলাধুলা করার সময়

হঠাৎ একটি সাপ নুসাইবাকে কামড় দেয়। বিষয়টি টের পেয়ে পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক বিকেলের দিকে শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।

নুসাইবার মৃত্যুর খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে গ্রামজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। সন্ধ্যার দিকে নিথর মেয়েকে কোলে নিয়ে বাড়িতে ফেরার সময় বাবার আহাজারিতে পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। স্বজন ও প্রতিবেশীরাও কান্নায় ভেঙে পড়েন।